প্রথম আলো

তারিখ 26 NOV 2015
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে রাষ্ট্রপতি

শিক্ষার গুণগত মান এখনো কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছায়নি

খুলনা অফিস ●

'দেশে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেলেও শিক্ষার গুণগত মান এখনো কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছায়নি বলে মন্তব্য করেছেন রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ। এ জন্য শিক্ষায় বিনিয়োগ বাড়ানোর আহ্বান জানান তিনি।

গতকাল বুধবার খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চম সমাবর্তনে আচার্য হিসেবে দেওয়া ভাষণে রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন। সমাবর্তনে আড়াই হাজার গ্র্যাজুয়েটকে ডিগ্রি প্রদান করা হয়। এ ছাড়া একজনকে পিএইচডি ডিগ্রি এবং অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য ১৪ জন শিক্ষার্থীকে গোল্ড মেডেল দেওয়া হয়।

ভারতের নোবেল বিজয়ী কৈলাস সত্যার্থীর 'শিক্ষায় বিনিয়োগের রিটার্ন নয় গুণ' উক্তিটি উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, গুণগত শিক্ষার পাশাপাশি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ রিটার্ন অর্জন সম্ভব। পাঠদানের মধ্যে শিক্ষকের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ না রেখে শিক্ষার্থীদের প্রতি আরও মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, শিক্ষক যখন তাঁর মহান আদর্শ থেকে দূরে চলে যান, তখন শিক্ষার্থীদের মধ্যে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

আন্তর্জাতিক মানের গবেষণার ওপর সবিশেষ নজর দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, গবেষণার ফল যাতে লাইব্রেরিতে বন্দী না থেকে দেশ ও জনগণের কল্যাণে লাগে, তা নিশ্চিত করতে হবে। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'খুলনা অঞ্চলে রয়েছে জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ ঐতিহ্যবাহী সুন্দরবন ও সামুদ্রিক সম্পদসমৃদ্ধ বিশাল উপকূল। আমি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের এ জীববৈচিত্র্য ও উপকূলীয় মূল্যবান সম্পদ বিষয়ে গবেষণা জোরদারের আহ্বান জানাই।' মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানার আহ্বান জানিয়ে নবীন গ্র্যাজুয়েটদের উদ্দেশে রাষ্ট্রপতি বলেন, দেশ ও সমাজ তোমাদের এ পর্যায়ে এনেছে। তোমাদের অর্জিত জ্ঞান ও মেধা দিয়ে দেশের কল্যাণ করতে পারলে সেই ঋণ শোধ হবে।

বেলা তিনটায় শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে সমাবর্তনের কার্যক্রম শুরু হয়। সমাবর্তন উপলক্ষে পুরো ক্যাম্পাস সাজানো হয়। সমাবর্তন বক্তা ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।

তিনি বলেন, উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান থেকে বের হলেও উচ্চশিক্ষা লাভ অনেক সময় হয়ে ওঠে না। শিক্ষার একটি স্তরে বৃত্তিমুখী শিক্ষা চালু করতে পারলে উচ্চশিক্ষার ওপর অহেতুক চাপ কমত। তিনি বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় কেবল পাঠদানের ক্ষেত্র নয়, নতুন জ্ঞান সৃষ্টিই তার বড় কাজ। তাই গবেষণার পর্যাপ্ত সুযোগ থাকতে হবে, গবেষণার ফল প্রকাশ করতে হবে, সবাই দেখবে আমরা নতুন কী করলাম।' অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, 'জ্ঞানের অগ্রগতির অপরিহার্য শর্ত মুক্তবুদ্ধির চর্চা করা, সর্ব বিষয়ে প্রশ্ন করা। বাংলাদেশে আজ যে ধরনের পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা চলছে, তা মুক্তবুদ্ধি চর্চার অনুকূল নয়। এই অবস্থা আমাদের মধ্যযুগীয় অন্ধকারের দিকে টানবে। এর থেকে পরিত্রাণ পেতে হবে।' পরে রাষ্ট্রপতি বিশ্ববিদ্যালয়ের বছরব্যাপী 'রজতজয়ন্তী' উৎসবের উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

হল উদ্বোধন : সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনির্মিত 'জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল'-এর উদ্বোধনফলক উন্মোচন করেন রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ।